গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০১১.১৮.০৫৪.১৬ (পার্ট-১)-৬৮২ তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি ঃ।

কারণ দর্শানোর নোটিশ

আপনি জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (টেক) কম্পিউটার, ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। অধ্যক্ষ ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর স্মারক নং-ঝিপই/প্রশা/১-৪৫/১৬/২০৭, তারিখঃ ৩০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ মূলে প্রেরিত পত্র হতে জানা যায় তিনি যথাযথভাবে ক্লাসে পাঠদান করেন না। অফিসের বিভিন্ন কাজে বাধা সৃষ্টি/গ্রুপিং করার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্নভাবে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহনের অভিযোগ রয়েছে। তার উক্তরূপ কার্য্যকলাপের ফলে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমুর্তি নষ্ট হচ্ছে।

গত ১০.০৫.২০১৬ খ্রী: তারিখে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আপনাকে কম্পিউটার ল্যাব এ ক্লাস নিতে দেখেন। ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা নেয়ার বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি হ্যাঁ সুচক জবাব দেন কিন্তু হাজিরা খাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপনি অন্যের হাজিরা খাতা নিজের বলে পরিচালক (প্রশাসন) এর সামনে উপস্থাপন করেন যাতে ১০ তারিখ কেটে ১১ তারিখ লেখা হয়েছিল। আপনার এরুপ কার্য্যকলাপ দেখে অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং ক্লাসে উপস্থিত ছাত্র/ছাত্রী হতবাক হয়ে যান।

আপনার এরুপ কার্য্যকলাপ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর সামিল। সে জন্য কেন আপনাকে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর (৩)বি ধারামতে যথাক্রমে অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে না তা এই পত্র প্রাপ্তির ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত হিসেবে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জবাবে উল্লেখ করার জন্য বলা হলো।

৩০.৬.২০১৬
(মোঃ মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
ও
পরিচালক (প্রশাসন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাপক
জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) কম্পিউটার
ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

অনুলিপি অবগতির জন্য ঃ

১। অধ্যক্ষ, ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।
২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৩। নথি।